আমরা ছিলাম, মরহুম জিয়াউর রহমানের সময় আমরা যে জায়গায় গিয়েছি, মাননীয় স্পীকার! সরকারের পররাষ্ট্র নীতির প্রভাব যদি কোথাও থাকত তাহলে তিন বিঘা করিডোর এইভাবে পড়ে থাকত না; তালপট্টী দ্বীপ, বেরুবাড়ীর সমস্ত সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। উপরন্তু আমাদের সুনাম শুধু দেশেই ক্ষুণ্ন হয়েছে তাই নয়, বিদেশেও আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে, মাননীয় স্পীকার, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের দেশের সুনাম এবং দেশের নেতৃত্বের চরিত্র পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছে। আমি পত্র-পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে চাই না, কারণ, আমার বক্তৃতায় disturbance হবে।

মাননীয় স্পীকার, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা এবং বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি! আল্লাহ তার কোরান শরীফে বলেছেন, "তুমি যেটা করো না, সেটা কেন বল? আল্লাহর কাছে এটা একটা গর্হিত কাজ এবং জঘন্যতম অপরাধ"। আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাসই হচ্ছে সমস্ত কাজের ভিত্তি। কিন্তু সেটা হচ্ছে না, এটার শুধু পরিহাস চলছে। আল্লাহর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস আনার পরে যারা আল্লাহর আইন লংঘন করে তাদের দ্বারা দেশের আইন লংঘন কঠিন কাজ নয় মাননীয় স্পীকার।

যারা আল্লাহর সংবিধানকে তোয়াক্কা করেন না, তারা দেশের সংবিধানকে লাথি মারতে কুণ্ঠিত নয়। এই সংসদের একজন মাননীয় মন্ত্রী যিনি একজন আলেম হিসাবে পরিচিত, তিনি টাকার অংক দিয়ে আমাদের উন্নতি অবনতি ইত্যাদি মাপ করেছেন। আমাদের উচিত-অনুচিত, করণীয়-অকরণীয় সাফল্য-ব্যর্থতার মাপকাঠি তিনি টাকাকে বানিয়েছেন।

আমি বলতে চাই যে, আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক নীতিকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করলে হুজুর পাক (দঃ) তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। আদর্শের জন্য তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল, নারী দিতে চেয়েছিল, ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল, মন্ত্রীত্ব দিতে চেয়েছিল, সমস্ত কিছুকে তিনি পদাঘাত করে আদর্শের উপর টিকে ছিলেন, নীতির উপর টিকে ছিলেন। এই ধরনের চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব যদি এই দেশে আসে তাহলে ইনশাআল্লাহ জনগণের কল্যাণ হবে।

মাননীয় স্পীকার, একই সাথে মসজিদে বক্তৃতা করা আর নাচের আসর উদ্বোধন করে ইসলামের কথা বলা শোভা পায়না। যেখানে সুদ আছে, সেই সুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সুদের ৭০টা গুনাহ আছে তার একটা হচ্ছে নিজের মায়ের সাথে জেনা করা। সেই জঘন্য সুদ সিষ্টেম এখনও চালু আছে; আর সেই সুদ মওকুফের ব্যাপারে সরকারের গড়িমসি আমরা লক্ষ্য করছি এই সংসদে।

শুধু তাই নয়, যেখানে ঘুষ আছে, যেখানে সুদ আছে, যেখানে দুর্নীতি আছে, যেখানে ষোড়শী মহিলাদের দুই পাশে দাঁড় করিয়ে ইসলামের মূল্যবোধকে কলংকিত করে ইংরেজী কায়দায় উপহার দেওয়া হয়, সেখানে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যাবে না। এই সাদা কথাটা আমাদের রাষ্ট্রপতি উটপাখির মত বুঁদ হয়ে বেমালুম ভুলে আছেন। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বিষোদগার করা হচ্ছে। রাজনীতির অর্থ হচ্ছে দেশের স্বার্থে,

জনগণের স্বার্থে, দেশের অবস্থা এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলা। একমাত্র ঔপনিবেশিক একনায়ক শাসকদের কাছে কেবল এই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা শোভা পায়। ঔপনিবেশিক চরিত্রের স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ছাড়া কেউ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলতে পারে না। অস্ত্রের ব্যবহার আইনানুগভাবে নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। সুতরাং যদি বে-আইনী অস্ত্র এখনও থেকে থাকে তাহলে সেটা সরকারের ব্যর্থতা, সেটা জনগণ বা ছাত্রদের কোন অপরাধ নয়।

চট্টগ্রামের খুনীরা খুন করেছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের। মাননীয় স্পীকার, রোববার শহীদ দিবস সংখ্যা আমি আপনাকে দেখাতে চাই। ২২ শে ফেব্রুয়ারী, এখানে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম হামলা চালানো হয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের মিছিলের উপর। সেখানের সেই হামলার খবরের একটি লাইন আমি কোট করছিঃ

"চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান-চ-১২, চট্টগ্রাম ঙ-৩৩৪৮ নং মটর সাইকেল এবং মাইক্রোবাস যোগে হামলাকারীরা এসেছিল।"

মাননীয় স্পীকার, এই মটর সাইকেল আর মাইক্রোবাসের নম্বরগুলো তদন্ত করলে, আমার মনে হয় এই সংসদের মধ্যেই ঐ মালিকদের খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মাননীয় স্পীকার, এরাই হত্যা করেছিল জাফর জাহাঙ্গীর, সেলিম, বাকিউল্লাহ্, মাহফুজ হক চৌধুরীকে। এরা হত্যা করেছে কোরআনের হাফেজ আব্দুর রহীমকে। আমীর হোসেনকেও তারা হত্যা করেছে।

মাননীয় স্পীকার, আমার আলোচনার শেষ দিকে এসে আমি বলতে চাই, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশ। বিদেশী পর্যটকরা এখানে এসেছিলেন। এখানে এসে তারা বলেছিলেন এই সুন্দর দেশে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু বের হওয়া যায় না। এ দেশে সম্পদ আছে, কিন্তু সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে না বলে আজকে আমাদের এত সমস্যা। আমাদের এখানে সবই আছে, নেই শুধু সঠিক চরিত্র এবং দেশপ্রেম সম্পন্ন মানুষ এবং নেতা, যাদের দ্বারা এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যায়। বিদেশ থেকে আনা কোটি কোটি টাকা দেশের কাজে লাগছে না। স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতার আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনার সামনে বলতে চাই, শিল্প ঋণ সংস্থায় কত কোটি টাকা কিভাবে নষ্ট হচ্ছে? আমি আপনার সামনে বলতে চাই, ৮২৬ কোটি টাকা এবং এখানে অনেক কথাই আছে, মাননীয় স্পীকার, আমি আপনাকে মেঘনা এবং নতুন সন্দীপ, দ্বিতীয় বর্ষ ১৮ সংখ্যা পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

জনাব ডেপুটি স্পীকার ঃ আমার মনে হয় আপনি এখন শেষ করতে পারেন।

জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান ঃ মাননীয় স্পীকার, আমি শেষ করছি। প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা বিদেশ থেকে ঋণ আনা হয়েছে। {বাধা প্রদান}

মাননীয় স্পীকার, আমি যতদূর জানি, আমাকে আধ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে।

জনাব ডেপুটি স্পীকার ঃ জী-না, আপনাকে ২৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে এবং আপনার ২৩ মিনিট সময় পার হয়েছে।